(গ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য

[Distinction between Demand Pull Inflation (DPI) and Cost Push Inflation (CPI)] ঃ

আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে সংক্ষেপে DPI (Demand Pull Inflation) এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে CPI (Cost Push Inflation) বলতে পারি। এবং DPI ও CPI-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করতে পারি ঃ

(১) DPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ে বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু CPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ে বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব DPI দ্বারা চাহিদার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব বোঝায়, কিন্তু CPI দ্বারা যোগানের দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব বোঝায়।

(২) অর্থনীতির সমষ্টিগত আলোচনায় কীন্‌স ও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দিয়েও DPI ও CPI-এর পার্থক্য করা যায়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি-তত্ত্বে দেশের সমস্যাগুলোকে দেখা হত যোগানের দিক থেকে। কীন্‌সের দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে দেখেছিলেন চাহিদার দিক থেকে। কাজেই আমরা বলতে পারি DPI মূলতঃ কীন্‌সীয়ান ভাবনাচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত; অপরপক্ষে, CPI হল ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে গঠিত মুদ্রাস্ফীতির আলোচনা।

(৩) DPI-এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা ওপরের দিক থেকে দ্রব্যের দামকে টেনে তোলে। অথচ CPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় নীচ থেকে ঠেলা মেরে দামকে বাড়িয়ে দেয়। DPI-এর ক্ষেত্রে থাকে pull এবং CPI-এর ক্ষেত্রে থাকে push. প্রথমটি কাজ করে ওপর থেকে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কাজ করে তলা থেকে।

(৪) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা স্থির থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায়—DPI-এর ক্ষেত্রে যোগান স্থির থাকে এবং চাহিদার পরিবর্তনের জন্য দাম বৃদ্ধি পায়। CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা স্থির থাকে এবং যোগানের পরিবর্তনের জন্য দাম বৃদ্ধি পায়।

(৫) DPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় স্থির থাকে বলে ধরা হয়। এই অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা সমান থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দাম বাড়ে সত্য, কিন্তু তার ফলে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা হয় কমে, না হয় স্থির থাকে। অবশ্য অনেক সময় শ্রমিকেরা যত বেশি মজুরী চান মালিকেরা তাঁদের তত বেশি মজুরী না দিয়ে কিছুটা দেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মুনাফার হারকেও বাড়িয়ে দেন। এইভাবে দেশে একদিকে মজুরী বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Wage Inflation) এবং অন্যদিকে মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) দেখা দেয়।

(৬) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলে তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে এবং উৎপাদনওআয় বাড়ে। CPI-এর ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ার স্বাভাবিক কোন কারণ থাকে না, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, মুনাফা বৃদ্ধি পায় না। তাহলে উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় DPI দেশে সম্প্রসারণশীল প্রভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু CPI সে রকম কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না।

(৭) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। কাজেই বেকারত্ব কমে। কিন্তু CPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পায়, শ্রমের মজুরী বেড়ে যায়। এর ফলে উৎপাদনের মালিকেরা শ্রমের নিয়োগ কমিয়ে দেন। এটা যদি সর্বস্তরে ঘটতে থাকে তাহলে CPI-এর সময় দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা যায়।

(৮) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা বলতে পারি DPI প্রত্যক্ষভাবে দেশের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। আবার DPI-এর সময় মুনাফা বৃদ্ধি পায়। আয়ের বন্টন মুনাফা প্রাপকদের অনুকূলে সরে আসে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমের নিয়োগ বাড়ে। শ্রমিকদের মজুরীর হার এবং/কিংবা মোট মজুরী বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে DPI-এর ফলে মূলধন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে সুদের হার এবং/অথবা মোট সুদ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে CPI-এর ফলে আয়ের বন্টন প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেটা পরোক্ষ প্রভাব। অর্থাৎ DPI প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং পরোক্ষভাবে আয়ের বন্টনকে প্রভাবিত করে।

অপরপক্ষে, CPI-এর ক্ষেত্রে আগে মজুরী বাড়ে, তারপর ব্যয় বাড়ে, তারপর দাম বাড়ে। দাম বাড়লে পরে উৎপাদন বাড়তে পারে। অর্থাৎ CPI আয়ের বন্টনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং উৎপাদনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

(৯) শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলে শ্রমিকেরা যৌথ দরকষাকষির সাহায্যে মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরী নির্ধারিত হয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দ্রব্যের যোগানও বাড়বে। কাজেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম না বাড়তেও পারে। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিকরা যদি মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে পারেন, তাহলে সেই মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন যোগ থাকবে না। অর্থাৎ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলেও শ্রমের মজুরীর বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এরূপক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপরিবর্তিত থাকবে। এইভাবে CPI-এর উদ্ভব হবে। অতএব আমরা বলতে পারি—শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে CPI-এর উদ্ভব হয় কিন্তু দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলেও DPI-এর উদ্ভব হতে পারে।

থেকে।

তত্ত্বগত দিক থেকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করলেও বাস্তবে কোন একটি দেশে কোন বছরের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি না ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সেটি নির্ণয় করা মুশকিল। তার কারণ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কটি এইভাবে ব্যাখ্যা করি ঃ সেখানে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ; তার প্রভাবে দ্রব্যের দাম বাড়ে। দ্রব্যের দাম বাড়ার জন্য মজুরির হার বাড়ে। ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্কটি বিপরীত হয়ে থাকে। এখানে মজুরির হার প্রথমে বাড়ে। তার প্রভাবে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং সেজন্য দ্রব্যের দাম বাড়ে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে এই যে পার্থক্য করা হয়েছে সেই পার্থক্য কিন্তু কার্যকারণ দিক থেকেই। এর অর্থ এই নয় যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়বে তারপর কিছু সময় পরে মজুরির হার বাড়বে। তেমনি ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেও এটি সত্য নয় যে প্রথমে মজুরির হার বাড়বে। তারপর কিছু সময় পরে দামস্তর বাড়বে। মজুরির হার বৃদ্ধি এবং দামস্তর বৃদ্ধি যদি একই সময়ে ঘটে থাকে তাহলে মজুরির হার বৃদ্ধি দামস্তর বৃদ্ধির জন্য ঘটছে, না কি দামস্তর বৃদ্ধি মজুরির হার বৃদ্ধির জন্য ঘটছে সেটি বলা মুশকিল। এই কারণেই বলা হয় যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে বাস্তবে পার্থক্য করা খুবই শক্ত।